প্রকার বাক্যের দ্বারা শ্রীনৃসিংহদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদের ভাবে রুচির সংবাদটি স্পষ্টরূপেই পাওয়া যায়। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র্যাদিতেও পাওয়া যায়—

'কদা গম্ভীরয়া বাচা শ্রিয়া যুক্তো জগৎপতে।
চামরব্যগ্রহস্তং মামেবং কুর্ব্বিতি বক্ষ্যসি॥"

হে নাথ! কতদিনে আমার এমন সৌভাগ্য হইবে, যেদিন তুমি শ্রীলক্ষ্মীর সহিত একাসনে বসিয়া চামর সেবায় ব্যগ্রহস্ত আমাকে গম্ভীরস্বরে আহ্বান করতঃ আদেশ করিবে—হে কিঙ্কর! এইপ্রকার সেবা কর। যেমন স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার কথিত সংহিতায় মহারাজা প্রভাকরের উপাখ্যানে উল্লেখ আছে—

'অপুত্রোঽপি স বৈ নৈচ্ছৎ পুত্রং কর্ম্মানুচিন্তয়ন্।
বাসুদেবং জগন্নাথং সর্ব্বাত্মানং সনাতনম্॥"

অর্থাৎ প্রভাকর মহারাজ অপুত্রক হইয়াও নিজ কর্ম্মফল চিন্তা করিয়া পুত্র ইচ্ছা করিয়াছিলেন না। অশেষ উপনিষদ্‌বেদ্য সনাতন জগন্নাথ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবকে পুত্র করিয়া বিধিপূর্ব্বক নিজরাজ্যে অভিষেক করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান তাঁহার ভক্তিবশ হইয়া সাক্ষাৎ দর্শন দান করিলেও, তাঁহার নিকট হইতে পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন না। তৎপর শ্রীভগবান্‌ও বরদান করিয়াছিলেন—"অহন্তে ভবিতা পুত্রঃ"। অর্থাৎ আমিই তোমার পুত্র হইব।

অতএব শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবে উল্লেখ আছে—

"পতি পুত্র সুহৃদ্ ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্ যুক্তাস্তেভ্যো'হ' পীহ নমোনমঃ॥" ইতি।

যাঁহারা পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতৃ, পিতৃ ও মিত্রের মত শ্রীহরিকে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধ্যান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম। এই শ্লোকে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা—এই চারিটি ধ্যেয় শ্রীহরির বিশেষণ। যাঁহারা শ্রীহরিকে পতিভাবে, পুত্রভাবে, সুহৃদ্‌ভাবে ভ্রাতৃভাবে এবং পিতা ও মাতার মত শ্রীহরিকে পুত্র বলিয়া ভাবনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও কোটি প্রণাম। এস্থানে পিতৃবৎ, মাতৃবৎসদৃশার্থে বতুপ্ প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীহরির মাতৃ-পিতৃজনের সহিত অভেদ ভাবনা স্বীকার করা হয় নাই; কিন্তু শ্রীহরির প্রসিদ্ধ পিতামাতার অনুগত ভাবনাই স্বীকার করা হইয়াছে। এইপ্রকার পিতৃভাবনাদিতেও বুঝিতে হইবে। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—যেমন প্রভু রামচন্দ্রের পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছেন। সাধক সেই মহারাজ দশরথ বা কৌশল্যা আমি—এইরূপ ভাবনা করিবে না, কিন্তু সেই দশরথ বা কৌশল্যার অনুগত বা অনুগতা এইরূপ ভাবনাই করিবে। তাহা